তারের কাগজ

৬/১১/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

দ. এশিয়ার নিরাপত্তা বিষয়ে ৩ দিনের সেমিনার শেষ

সার্ককে জোরদার করাসহ ৩২ দফা সুপারিশ গৃহীত

কাগজ প্রতিবেদক : 'দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গঠন : নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক ৩ দিনের সেমিনার শেষে মোট ৩২ দফা সুপারিশ গৃহীত হয়েছে। এ সব সুপারিশে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে সার্ককে সক্রিয় করা ছাড়াও, আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল এন্ড স্ট্রাটেজিক স্টাডিজ (বিস) এবং ঢাকাস্থ জার্মান দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সেমিনার গতকাল সোমবার শেষ হয়েছে। বিস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ৩ দিনের এ সেমিনার শেষে আয়োজকরা এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে যে সমস্যা বিরাজ করছে তা নিরসন করতে হলে এ অঞ্চলের প্রত্যেকটি দেশকে সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় আনতে হবে। সমস্যার সমাধান করতে হলে শুধুমাত্র ২টি দেশের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনা করে তেমন ফল হবে না। কারণ এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বহুমাত্রিক সমস্যা রয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় যে, সার্ককে সক্রিয় করার মাধ্যমেই কেবল এসব সমস্যার সমাধান করা যাবে। সাবেক পররাষ্ট্র সচিব এবং বিস বোর্ড অফ গভর্নরস-এর চেয়ারম্যান সি এম শফি সামি বলেন, উত্তেজনা প্রশমন এবং সংঘাত পরিহার করার জন্য এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা অর্জন খুবই জরুরি। তার মতে, দক্ষিণ এশিয়া বলতে যদি আমরা সার্ককে বুঝি তাহলে ভুল হবে। কারণ সার্ক-এর বাইরেও দক্ষিণ এশিয়াভুক্ত কয়েকটি দেশ রয়ে গেছে। তিনি বলেন, দেশগুলোর মধ্যে যে আন্তঃসমস্যা রয়েছে তার সমাধান করতে হলে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার বিকল্প নেই।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য বাড়ানোর ক্ষেত্রে সম্ভাব্য উপায়গুলো সম্পর্কে সেমিনারে আলোচনা হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়। সেমিনারের উদ্যোক্তরা বলেন, ইউরোপের দেশগুলো পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধির জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে দক্ষিণ এশিয়াও একই পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। তবে সেমিনারের আলোচকরা কেউ কেউ বলেছেন, দক্ষিণ এশিয়া এবং ইউরোপের সমস্যা এক নয়। উদ্যোক্তারা বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে সার্ক তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না।